দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 OCT 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গনে

ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সমস্যা

ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ ভর্তি সমস্যা প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক অভিভাবকের বুক ভরা আশা সফল হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের দোর গোড়ায় সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা জলাঞ্জলী দিতে হবে বলে অনেকের ধারণা। গত ১৯৮৪-৮৫ শিক্ষা বছরের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম বর্ষের পাঠক্রম আজও শেষ হয়নি। ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষা বছরে নতুন প্রথমবর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য দৈনিক পত্রিকায় কয়েক মাস পূর্বে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। কিন্তু বার বার লিখিত পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে দেয়া হচ্ছে।

ভর্তি ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জটিল সমস্যায় পড়েছেন। মেধা অনুসারে মোট ১২৬১ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আবেদনকারী সাড়ে ৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্য হতে মাত্র ৩ হাজার প্রার্থীকে লিখিত পরীক্ষার সুযোগ দিয়ে প্রবেশপত্র পাঠানো হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের সন্তান এবং ক্যাম্পাসে জমি দানকারী ব্যক্তিদের ছেলে-মেয়েদের সুযোগ দেয়ার ব্যাপারে ব্যাপক তোলপাড় এমনকি মিছিল পর্যন্ত গড়ায়। তাই কর্তৃপক্ষ নির্বাচনী পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর ধার্য করেছেন এবং ১১শ' নম্বর পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীকে সুযোগ দেয়ার মর্মে নতুন ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি প্রকৌশলী মৎস্য, পশুপালন, পশু চিকিৎসা ও কৃষি অর্থনীতি এ ৬টি অনুষদে মোট ৫শ' ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে। কিছু আসন আবার খেলা-ধুলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পারদর্শী প্রার্থীদের জন্য রাখা হয়েছে। এ ছাড়া উপজাতীয় প্রার্থীদের জন্য কিছুসংখ্যক আসন রিজার্ভ রাখা হয়েছে। বস্তুত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সমস্যা প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা চিকিৎসা, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সব খানেই আবেদন করে রাখে। নির্বাচনী পরীক্ষায় স্বভাবত তারাই ভাল করে। মেধাক্রম হিসাবে তারাই সুযোগ পায় সর্বপ্রথমে। কিন্তু তারা ভর্তি হয় একটিতে, অন্যগুলোতে আসন খালি থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান অনুষদে এ সমস্যা ভীষণভাবে দেখা দিয়েছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েও এ সমস্যা রয়েছে। মেধাক্রম অনুযায়ী যে সমস্ত ছাত্র উত্তীর্ণ হয়েছে দেখা যায় তারা অনেকে ভর্তি হননি। সিট সংখ্যা খালি থাকে।

এ ব্যাপারেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি সিদ্ধান্ত নিবেন তা বিচার্য। এবারেও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রার্থীর চাপ অত্যধিক বিধায় কর্তৃপক্ষ হিমসীম খাচ্ছেন। মেধাক্রম হিসাবে বাছাই করলে স্থানীয় অনেক ছাত্র সুযোগ পাবে না। তাই তাদের মাঝে তীব্র অসন্তোষ পরিলক্ষিত হচ্ছে। সমস্যা জটিল আকার ধারণ করছে। তাই বাছাই প্রশ্নে কোনরূপ কারচুপি না হয় এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে যেন সত্যিকার মেধাবী ছাত্ররা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে সুযোগ পায় এটাই ছাত্র ও অভিভাবক মহলের প্রত্যাশা। এ ছাড়া শেষ পর্বে অধ্যয়নে সুযোগ পাবার জটিল পদ্ধতি নমনীয় করার ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষের সাথে শিক্ষার্থীরা আলাপ-আলোচনা করে যাচ্ছেন। আশাকরা যাচ্ছে অল্প দিনের মধ্যে একটা সুরাহা হয়ে যাবে।

—মোঃ নিয়াজউদ্দিন পাশা,
দ্বিতীয় বর্ষ কৃষি প্রকৌশলী,
১২১/গ ফজলুল হক হল,
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
ময়মনসিংহ।

মাদ্রাসা ও মসজিদের দুরবস্থা

জেলা শহর ঝালকাঠী, এক কালের ঐতিহ্যবাহী বাণিজ্য বন্দর — ঝালকাঠী, আজ তার পূর্বের দিন নেই। যদিও জেলা শহর তবুও নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত এই ঝালকাঠী শহর। ঝালকাঠী শহরে ছোট বড় মিলিয়ে সর্বমোট ২৩টি মসজিদ আছে। ২/৩টি মসজিদ ব্যতীত সব মসজিদেই রয়েছে বহুমুখী সমস্যা। ঝালকাঠীর সর্বাপেক্ষা পুরাতন যাকে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ বলা হয় তার ছাদ চুঁয়ে পানি পরে। প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং সম্প্রসারণ প্রয়োজন। ঝালকাঠী বায়তুল মোকাররম মসজিদটি শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। বর্তমানে সম্প্রসারণ কাজ চলছে সেখানেও বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। মদীনা মসজিদের পর্যাপ্ত পরিমাণের জায়গা রয়েছে। সম্প্রসারণের এবং সংস্কারের কাজ হাতে নিয়ে অর্থাভাবে মাঝ পথে এসে এখন থেমে গেছে। সরকারী কলেজের মসজিদটি পাকা হওয়া আবশ্যক। ইমাম সাহেবের চাকরি এখনও সরকারীভাবে হয়নি। কালেক্টরেট ভবন মসজিদটির মুসল্লীদের এবং ইমাম সাহেবের ব্যবহারের জন্য ভাল পাকা পেশাবখানা এবং পায়খানা দরকার। চাদকাবী জামে মসজিদটি আর্থিক দুর্গতির জন্য উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হচ্ছে। কবরস্থান জামে মসজিদটির কিছুদিন হল জেলা প্রশাসক আনুষ্ঠানিকভাবে তার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন। কিন্তু বিপুল অর্থের জোগান না থাকায় কাজে মন্থর গতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ঝালকাঠী শহরের একমাত্র মাদ্রাসাটি ঝালকাঠী ইসলামীয়া সিনিয়র মাদ্রাসার ভবন পাকা হওয়া দরকার। সমস্যা দিন দিন বাড়ছে কিন্তু মাদ্রাসা গৃহের সল্পতার জন্য অনেক ছাত্রই চলে যাচ্ছে ভর্তি হতে পারছে না। মাদ্রাসার ছাত্রাবাসে নির্ধারিত সংখ্যক আসনের দ্বিগুণ ছাত্র অবস্থান করছে। শিক্ষক এবং ছাত্রদের একই কামরায় থাকতে হচ্ছে। মাদ্রাসার ভিটি কাঁচা বর্ষার মওসুমে পানি জমে যায়। ছাত্রদের পড়াশুনায় মারাত্মক ক্ষতি হয়। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় ধর্মমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট ঝালকাঠীর উল্লেখিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর যাতে উন্নতি সাধিত হয় এ জন্য সরকারী প্রচেষ্টায় এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কিছু করার জন্য আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি।

—মুহাম্মদ আবদুর রশীদ
রোড, ঝালকাঠী জেলা— ঝালকাঠী।